তারিখ 02 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৭

দৈনিক
ইত্তেফাক

শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা

উন্নয়নে প্রযুক্তি। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। একবিংশ শতাব্দীতে এসে জীবনের মানন্নোয়নে প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ চর্চা। আবার একই সাথে নিত্য-নতুন চ্যালেঞ্জ মোকবিলার প্রয়োজন প্রযুক্তিগত মানন্নোয়ন।

বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ কায়কোবাদ, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মিফতাউর রহমান এবং বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের বায়ো মেডিকেল সাইন্টিস্ট ড. এম এ

SCIENCE SERVICE

সারা বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত ধারণা বিকাশে বিশ্বখ্যাত ইন্টেল ও সাইন্স সার্ভিস, ইউএসএ কর্তৃক আয়োজিত হয় 'ইন্টেল ইন্টারন্যাশনাল সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফেয়ার'।

পৃথিবীর প্রযুক্তিগত উন্নয়নে, বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষণালব্ধ ধারণা উপসস্থাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রযুক্তি বিশ্বে অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে থাকে।

সারা বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত ধারণা বিকাশে বিশ্বখ্যাত ইন্টেল কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতি বছর ইন্টেল ইন্টারন্যাশনাল সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফেয়ার-এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রযুক্তিগত উন্নত বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এর মাধ্যমে তাদের প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট গবেষণালব্ধ ধারণা উপস্থাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রযুক্তিবিশ্বে স্বীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে থাকে। ১৯৫০ সাল থেকে সাইন্স সার্ভিস কর্তৃক এই মেলার আয়োজন করা হলেও এই প্রথমবারের মতোবাংলাদেশ এই মেলাতে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা, জর্জিয়াতে ২০০৮ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য ইন্টেল ইন্টারন্যাশনাল সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফেয়ার (ইন্টেল আইসেইএফ)-এ বাংলাদেশের প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সম্প্রতি সাইন্স সার্ভিস তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। প্রযুক্তিবিশ্বের উন্নয়নে বিজ্ঞানের নব নব ধারণা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর আয়োজিত এই মেলাতে বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশ অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০০৮ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য মেলাতেই প্রথম বাংলাদেশের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ইন্টেল ইন্টারন্যাশনাল সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফেয়ার-এ বাংলাদেশ থেকে প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ করতে হলে প্রতিযোগিদের মেধা বিচারের লক্ষ্যে অঞ্চল ভিত্তিক প্রতিযোগীতায় 'বাংলাদেশ রিজিওনাল সাইন্স ফেয়ার ২০০৮' এ অংশগ্রহণ করতে হবে। মূলত সারাদেশ হতে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রতিযোগীতায় অংগ্রহনে তাদের উদ্ভাবন, গবেষণা প্রভৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত মূল ফেয়ারে অংশগ্রহণ সামাদ। সেই সাথে তরুণ প্রতিভাবান ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের সহায়তা ও তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জিজ্ঞাসার জবাব দিতে অনেক অনাবাসী বাংলাদেশী বিজ্ঞানী সম্মত হয়েছেন। বাংলাদেশ রিজিওনাল সাইন্স ফেয়ার-এ সারাদেশ হতে আগত ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। যাদের প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষণালব্ধ উদ্ভাবন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে মানসম্পন্ন হবে তারাই অভিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী ও সাইন্টিফিক রিভিউ কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের মাধ্যমে ইন্টেল ইন্টারন্যাশনাল সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফেয়ার-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করবে।

সেই সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে 'বাংলাদেশ রিজিওনাল সায়েন্স ফেয়ার-২০০৮' বেশ কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, লোগো

intel
INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR.

ডিজাইন, ওয়ার্কশপ, কোচিং ক্যাম্প, অনলাইন চ্যাট সেশন ও অনলাইন কুইজ।

লোগো ডিজাইন : ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের নিকট 'বাংলাদেশ রিজিওনাল সাইন্স ফেয়ার-২০০৮' লোগো আহ্বান করা হবে। সেরা ডিজাইনটি বাংলাদেশ রিজিওনাল সাইন্স ফেয়ারে অফিসিয়াল লোগো হিসেবে বিবেচিত হবে।

ওয়ার্কশপ : ওয়ার্কশপের মূল উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের ইন্টেল ইন্টারন্যাশনাল সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফেয়ার সম্পর্কে ধারণা

৮